গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.ccb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৬.১২.০০০০.১০৬.০৬.০০৪.২৩-৭১৮ তারিখ: ১৫/১০/২০২৩

বিষয়: সরকার নির্ধারিত মূল্যের তুলনায় অধিক মূল্যহারে বোতলজাত এলপিজি বিক্রয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
তারিখ : ০৯/১০/২০২৩
সময় : দুপুর ০২:৩০ মিনিট
স্থান : কমিশনের সভা কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার নির্ধারিত মূল্যের তুলনায় অধিক মূল্যহারে বোতলজাত এলপিজি বিক্রয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সমন্বয়ে গত ০৯-১০-২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। কমিশনের চেয়ারপার্সনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কমিশনের সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি), কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), যমুনা এলপি গ্যাস লিমিটেড এর সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ ও একজন এলপিজি পরিবেশক উপস্থিত ছিলেন।

০২। সভায় আলোচনাকালে এম টি ই এন্টারপ্রাইজের প্রতিনিধি জানান, সরকার ০২ অক্টোবর,২০২৩ তারিখে একটি ৪৫ কেজি এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডারের মূল্য ভোক্তা পর্যায়ে নির্ধারণ করেছে ৫,১১৩.০০ টাকা। কিন্তু পরিবেশকদের প্রতি সিলিন্ডার এলপিজি অপারেটরদের নিকট থেকে কিনতে হয় ৪,৮০৯ টাকায়। এর বাইরে সিলিন্ডার প্রতি পরিবেশকের পরিবহন ব্যয় ১০০ টাকা এবং পণ্য আনলোড করতে ১০ টাকা খরচ হয় যা পরিবেশকের বহন করার কথা নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, একজন পরিবেশকের একটি ৪৫ কেজি এলপিজি বোতল এলপিজি অপারেটর থেকে কিনতে সর্বমোট ৪,৯১৯ টাকা ব্যয় হয়। পরিবেশক প্রতিটি সিলিন্ডার খুচরা বিক্রেতাকে ৫,১০০.০০ টাকায় সরবরাহ করেন। ফলে খুচরা পর্যায়ে প্রতি সিলিন্ডার স্বাভাবিকভাবেই সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করা সম্ভব হয়না।

০৩। সভায় আলোচনাকালে এম টি ই এন্টারপ্রাইজের প্রতিনিধি জানান, সরকার সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসে একটি ৪৫ কেজি এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডারের মূল্য ভোক্তা পর্যায়ে নির্ধারণ করেছে ৪,৮১৫.০০ টাকা। কিন্তু পরিবেশকদের প্রতিটি সিলিন্ডার এলপিজি অপারেটরদের নিকট থেকে কিনতে হয় ৪,৬২২ টাকায়। এর বাইরে সিলিন্ডার প্রতি পরিবেশকের পরিবহন ব্যয় ১০০ টাকা ও পণ্য আনলোড ব্যয় ১০ টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ একজন পরিবেশকের একটি ৪৫ কেজি এলপিজি বোতল এলপিজি অপারেটর থেকে কিনতে সর্বমোট ৪,৭৩২.০০ টাকা ব্যয় হয়। পরিবেশক প্রতিটি সিলিন্ডার খুচরা বিক্রেতাকে ৪,৯০০.০০ টাকায় সরবরাহ করেন। খুচরা বিক্রেতাগণ তাদের লাভ রেখে তা বিক্রি করেন।

০৪। এ বিষয়ে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর প্রতিনিধি জানান, গত সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসে একটি ৪৫ কেজি এলপিজির সিলিন্ডার বিক্রয়ে অপারেটর পর্যায়ে নির্ধারিত রেট ছিলো ৪,৪৫৮ টাকা। সরকার নির্ধারিত এই রেটের মধ্যে ভ্যাট (VAT) ও ট্যাক্স (TAX) অন্তর্ভুক্ত থাকে । অপারেটর পর্যায় থেকে পরিবেশক পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত লভ্যাংশ থাকে ১৮৮ টাকা। অপারেটর পর্যায়ে নির্ধারিত ৪,৪৫৮ টাকার সাথে লভ্যাংশ ১৮৮ টাকা যুক্ত হয়ে পরিবেশক পর্যায়ে প্রতিটি সিলিন্ডার বিক্রি হওয়ার কথা ৪,৬৪৬ টাকায়। পরবর্তীতে এই রেটের সাথে সরকার নির্ধারিত খুচরা বিক্রেতার জন্য লভ্যাংশ ১৬৯ টাকা যুক্ত হয়ে খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হওয়ার কথা ছিল ৪,৮১৫ টাকায়।

০৫। ক্যাবের সম্মানিত প্রতিনিধি জানান, এলপি গ্যাস সরকার নির্ধারিত মূল্যে ভোক্তারা কখনোই পায়নি। এলপিজির বোতল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অপারেটর থেকে পরিবেশক এবং পরিবেশক থেকে খুচরা পর্যায়ে তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। ২০২১ সালের পরে এলপিজির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক কোনো গণশুনানী করা হয়নি।

০৬। এলপিজি অপারেটর, পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতার লাইসেন্সের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে জনাব কামরুজ্জামান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) জানান, অপারেটরদের সবারই বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স আছে। পরিবেশকদের মধ্যে মাত্র একজনের লাইসেন্স আছে এবং খুচরা বিক্রেতাদের কারোরই লাইসেন্স নেই।

০৭। তাহের এন্টারপ্রাইজের প্রতিনিধি জানান, বোতলজাত এলপিজির বাজারে বর্তমান পরিবেশক আছে ৪,০০০ জনের বেশি এবং এ বাজারে খুচরা বিক্রেতার সংখ্যা বর্তমানে ৪০-৫০ হাজার। এর মধ্যে তিনিই একমাত্র বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্স নিয়েছেন।

০৮। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক বোতলজাত এলপিজির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণশুনানী করা যেতে পারে।

(খ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক অপারেটরদের জন্য নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যে এলপিজি বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ব্যবস্থা নিতে পারে।

(গ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) পরিবেশক থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত সবাইকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের আওতায় আনার ব্যবস্থা নিতে পারে।

(ঘ) এলপিজি এর সরবরাহ চেইন ও মূল্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি সমীক্ষা পরিচালনা করবে।

১৫ ১০ ২৩
(র.হ.ম. আলাওল কবির)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
মুঠোফোন: ০১৭১১৫৭০৫৬৪
ই-মেইল: alaol.kabir@gmail.com

স্মারক নম্বর: ২৬.১২.০০০০.১০৬.০৬.০০৪.২৩-৭১৮ তারিখ: ১৫/১০/২০২৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১) সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২) চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ (দৃ:আ: জনাব কামরুজ্জামান, উপপরিচালক (বিইআরসি)।
৩) প্রফেসর ড. এম. শামসুল আলম, সিনিয়র সহ-সভাপতি, কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), হাউজ #৮/৬ (১ম ফ্লোর), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
৪) জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, এজিএম, যমুনা এলপি গ্যাস লিমিটেড, বাড়ি # সেন (ই)-১৩ (প্রথম তলা), রোড # ১০৮, গুলশান # ২, ঢাকা।
৫) জনাব মোঃ আবু তাহের কোরেশী, তাহের এন্টারপ্রাইজ, ৬, সরকার হকার্স মার্কেট, কলোনি বাজার, তেজগাঁও সি/এ ঢাকা।
৬) স্বত্বাধিকারী, এমএস ট্রেডার্স, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস সংলগ্ন, ট্রাকস্ট্যান্ড, খালপাড়, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
৭) স্বত্বাধিকারী, এম টি ই এন্টারপ্রাইজ, ৩৯, চন্ডালভোগ, নিশাত নগর, তুরাগ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
৮) চেয়ারপার্সন মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা (চেয়ারপার্সন মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯) সদস্য (সকল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা (সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০) জনাব/বেগম.....
১১) অফিস কপি।

১৫ ১০ ২৩
(র.হ.ম. আলাওল কবির)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)